তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬১৭

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ওয়াশ কর্মসূচিতে সহায়তা বৃদ্ধি করুন -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম উন্নয়ন সহযোগীদের বাংলাদেশে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কর্মসূচিতে সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীতে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে জুম (Zoom) ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়ে 'কোভিট-১৯ কালীন ও পরবর্তীতে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সংক্রান্ত বাংলাদেশের কৌশলপত্র' বিষয়ক এক ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ আহবান জানান।

মন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস জনিত মহামারী ছড়িয়ে পড়ায় তা প্রশমনে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত আছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ মহামারির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

মন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে। ইউনিসেফসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। এ কৌশলপত্রে উল্লেখিত আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা দরকার।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে এ বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগের ও সক্ষমতার প্রশংসা করেন। তারা শীঘ্রই বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য তাদের আর্থিক প্রস্তাব পেশ করবেন বলে জানান।

বিশেষত যারা দুর্গম এলাকায় বাস করে এবং প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে তেমনভাবে সক্ষম নয় তাদের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া জরুরি বলেও তারা মত প্রকাশ করেন। মানবিক কারনে এই জরুরি পরিস্থিতিতে তারা সহায়তার আশ্বাস দেন।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, বুয়েট, আইসিডিডিআরবি এবং শিক্ষাবিদ ডঃ মজিবুর রহমান এ কৌশলপত্র তৈরি করেছেন। এতে

স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রায় ৮৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার যোগান দিবে ২৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরো প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব জহিরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের ওয়াশ কর্মসূচি প্রধান দারা জনস্টন এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের উপদেষ্টা হেনরী গ্লোরিয়েক্স ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন।

#

হাসান/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১৬

ত্রাণে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে বরখাস্ত হলেন আরো ১ ইউপি চেয়ারম্যান ও ৬ ইউপি সদস্য

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

ত্রাণ নিয়ে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে আরো ১ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ৬ ইউপি সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার পর এ নিয়ে মোট ৪৯ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। তাদের মধ্যে ১৮ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ২৯ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ১ জন পৌরসভার কাউন্সিলর।

আজ সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার।

আজ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা হলো বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার পেড়িখালী ইউপি'র ১ নং ওয়ার্ডের রুবেল ইজারাদার ওরফে বাবুল মেম্বার, নড়াইল জেলার সদর উপজেলার মাইজপাড়া ইউপি'র ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ সোহরাব হোসেন বিশ্বাস, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউপি'র ৯ নং ওয়ার্ডের মোঃ সেলিম মোল্লা, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার সুবিদপুর ইউপি'র ৮ নং ওয়ার্ডের রেজাউল করিম খান সোহাগ, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউপি'র ৩ নং ওয়ার্ডের মুজিবুর রহমান এবং ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য সাহিদা বেগম রূপা।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বিনা অনুমতিতে ইতালি গমন করেছেন এবং সেখানে অবস্থান করছেন।

পৃথক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বাগেরহাট জেলার পেড়িখালী ইউপি সদস্য রুবেল ইজারাদার ওরফে বাবুল মেম্বার করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় সরকারি দায়িত্ব পালনরত ডাক্তারগণকে দায়িত্বপালনে বাধা প্রদান ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে রয়েছেন। বরখাস্তকৃত অন্য সদস্যরা

সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাৎসহ ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করেছেন বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং কেউ কেউ গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে আছেন।

উল্লেখিত চেয়ারম্যান ও সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ মূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদের দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। কাজেই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাদের স্বীয় পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

একইসময় পৃথক পৃথক কারণ দর্শানো নোটিশে কেন তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

#

হাসান/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্ব
র : ১৬১৫

জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সবকিছুই করবে সরকার
-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ২২ বৈশাখ (৫ মে):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, করোনায় সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশ সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যা যা করণীয় সবকিছুই করছে। মানুষ বাসা-বাড়ি থেকে বের না হলে সংক্রমণের ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যাবে। আসাধানতায় যে কেউ যে কোন সময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। তিনি বলেন, একান্ত প্রয়োজনে বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পড়তে হবে, বার বার সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুতে হবে ও অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে মুখ, নাক ও চোখ ছোয়া যাবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ রৌমারী উপজেলায় দু'জন করোনা রোগীর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার ঘটনায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী রৌমারী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে সুস্থ হয়ে যাওয়া মোস্তফা ও নূর ইসলামকে বিদায় জানান এবং তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদান করেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও সেবিকাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও এ সময় তাদেরকে ফুল দিয়ে বিদায় জানান। এছাড়া রৌমারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬১৪

প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে
-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, সরকার বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি আরো বলেন, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মীরা প্রবাসীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগযোগ রাখছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষা ও করোনাত্তোর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সুরক্ষায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষায় সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বদলীজনিত কারণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিদায়ী সচিব মোঃ সেলিম রেজার দায়িত্ব অর্পণ এবং নব নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামছুল আলম, ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচলক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬১৩

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেল ডিএপি সার কারখানা

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সার উৎপাদনে ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (ডিএপিসিএল) ।

চট্টগ্রামের রাঙ্গাদিয়ায় অবস্থিত বিসিআইসির অধিভুক্ত এ কারখানায় চলতি অর্থবছরে ডিএপি সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০ হাজার মেট্রিক টন। ৪ মে, ২০২০ পর্যন্ত কারখানাটিতে ৬৪ হাজার ৭৬ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে।

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (ডিএপিএফসিএল) দেশের একমাত্র ডিএপি সার উৎপাদনকারী কারখানা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ কারখানার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৫০ হাজার মেট্রিকটন। এ দু'বছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করলেও কারখানার প্রসেস ড্রাইয়ারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৩৫ হাজার মেট্রিকটন নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৪,০০২ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদিত হয়। প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে চলতি অর্থবছরের জন্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুর রহিম বলেন, 'শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা, কারখানা ম্যানেজমেন্টের নিবিড় তদারকি এবং শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চলতি অর্থবছর নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৭০ দিন আগেই ডিএপিসিএল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। বর্তমানে কারখানাটিতে পুরোদমে উৎপাদন চলছে। উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে কারখানাটিতে শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তা নির্বিশেষে সকলে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। চলতি বছর কারখানায় ডিএপি সার উৎপাদন ৭৫ হাজার মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।'

উল্লেখ্য, ডিএপি সার কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। রবি জাতীয় শস্যসহ যে কোনো ধরণের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এটি অত্যন্ত কার্যকরী। বর্তমানে দেশে ডিএপি সারের মোট চাহিদা প্রায় ৯ লাখ মেট্রিক টন। এর সিংহভাগই কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিএডিসির মাধ্যমে বহির্বিশ্ব থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে

বিসিআইসি সূত্রে জানা গেছে, যৌগিক সার হিসেবে দেশব্যাপী ডিএপি সারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ইউরিয়া সারে নাইট্রোজেন এবং টিএসপি সারে ফসফরাস থাকলেও ডিএপি সারে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস দুই ধরনের উপাদানই বিদ্যমান। ফলে এটি একই সাথে শাকসবজি, রবিশস্য এবং ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বেশি কার্যকর ।

#

জলিল/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬১২

আওয়ামী লীগ সভাপতির দপ্তর থেকে দলীয় ত্রাণ বিতরণ ও মনিটরিং অব্যাহত
সবাই সরকারের প্রশংসা করলেও বিএনপি পারে না
-- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সারাদেশে দলীয় ত্রাণ বিতরণ ও মনিটরিং অব্যাহত রাখছেন দলের নেতাকর্মীবৃন্দ। সময়ে সময়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দিচ্ছেন। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ আজ বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান।

দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান, অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিমসহ দলের নেতাকর্মীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী এসময় 'ত্রাণে অনিয়ম হচ্ছে মর্মে বিএনপির অভিযোগ' নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'এখন বিএনপি ত্রাণে অনিয়ম-দুর্নীতির কথা বলে। যারা ক্ষমতায় থাকতে পরপর পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে, যাদের চেয়ারপার্সন কালো টাকা সাদা করেছেন, যাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দুর্নীতির দায়ে ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার ভাইয়ের পাচার করা টাকা বিদেশ থেকে ফেরত আনা হয়েছে, সেই দুর্নীতিবাজরা যখন দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে, তখন মানুষ হাসে।'

প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো-টলারেন্স' নীতি নিয়ে এগুচ্ছেন এবং যেখানেই ত্রাণের ব্যাপারে সামান্যতম বাত্যয় বা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, সেখানে তিনি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নির্দেশ পালিত হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

‘করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকারক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, সেগুলো ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বস ও দি ইকনোমিস্ট কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু বিএনপি প্রশংসা করতে পারছে না, কারণ বিএনপি প্রশংসার সংস্কৃতি লালন করেনা' বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

তিনি বলেন, 'সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে করোনাদুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্রামপর্যায় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমাদের ত্রাণ পৌঁছেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন।'

'আর অপরদিকে বিএনপিনেতারা কিছু মানুষকে ত্রাণ দিতে গিয়ে ফটোসেশন করেন আর সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিষোদগার করেন, এই কাজেই তারা ব্যস্ত', বলেন ড. হাছান।

জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, আওয়ামী লীগ সবসময় শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের ক্রান্তিলগ্নে মানুষের পাশে থেকেছে। দলের নেতাকর্মীরা দেশের প্রতিটি জেলায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে, জানান আবদুর রহমান। বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, দল দেখে নয়, প্রকৃতপক্ষে যাদের প্রয়োজন, তারা যেনো সাহায্য পায়, সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: রোকেয়া সুলতানা, সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক এবং এস এম কামাল হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহাবুদ্দিন ফরাজী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬১১

কৃষকের উন্নয়নে সম্ভাব্য সবকিছু করতে সরকার বদ্ধপরিকর
-- পরিবেশ মন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রণোদনা, ভর্তুকি প্রদান ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ সম্ভাব্য সবকিছু করছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে ধান কাটার জন্য কৃষকের হাতে দুটি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে উদ্বোধনী বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাকালুকি হাওড়ে আকস্মিক বন্যায় অনেক সময় পাকা ধান শ্রমিকের অভাবে কাটার আগেই পানিতে ডুবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি ঘন্টায় তিন বিঘা জমির ধান কাটার ক্ষমতা সম্পন্ন এই হারভেস্টার মেশিন ব্যবহার করে এখন অতি সহজেই কৃষক পাকা ধান যথাসময়ে কাটতে পারবে। তিনি বলেন, হারভেস্টার মেশিন ক্রয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শতকরা সত্তর ভাগ ভর্তুকি প্রদানের ফলে দেশের কৃষকরা এটি সহজেই ক্রয় করতে পারছে। মন্ত্রী এসময় গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের ধান কাটতে সহজে এ মেশিন প্রদানের জন্য এর মালিকদের প্রতি আহবান জানান। মন্ত্রী বলেন, হাকালুকি হাওড়ে ধান কাটা সহজ করতে ভবিষ্যতে আরো কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের ব্যবস্থা করা হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৬১০

দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের ৫৫ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রলণালয়

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায় তেরশ জন দুঃস্থ নারী ও শিশুদের মাঝে পঞ্চান্ন লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা সহায়তা ও সাধারণ আর্থিক অনুদান এই তিন ক্যাটাগরিতে নারী ও শিশুদের মাঝে এই অনুদান বিতরণ করা হয়। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সুপারিশ, বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে অনুদান প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে এই অনুদান প্রদান করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার সভাপতিত্ব্বে আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে নির্যাতিত, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিলের বোর্ড অব ট্রাস্টির সভায় এ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগের সময় দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের অনুদান প্রাপ্তি তাদের পরিবারের আর্থিক কষ্ট লাঘবে সহায়তা করবে। ভিজিডি, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা প্রতিবন্ধীভাতা, মাতৃত্বকালভাতা ও কর্মজীবি ল্যাক্টেটিং মাভাতা নিয়ে দেশের প্রায় ১ কোটির বেশি নারী ও শিশু সরাসরি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মানবিক সহায়তা হিসেবে এ পর্যন্ত সারাদেশে চার কোটির বেশি মানুষকে ত্রাণ দিয়েছে সরকার। এক কোটি পরিবারের মাঝে এক লাখ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। শিশু খাদ্য সহায়তা হিসেবে সরকার প্রায় আট কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

মহিলা শিশু মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন সুলতানা, শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী প্রমূখ বোর্ড অভ্ ট্রাস্টির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬০৯

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় গতকাল পর্যন্ত ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪শত ৬৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৭২ কোটি ৫৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে ।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৭৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ৯২৯ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ হাজার ৪০৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ১৮৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৭১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

দেশে মোট ৩১টি প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১৮ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৯৩টি এবং ৩ লাখ ৯৯ হাজার ১৬৯টি মজুত আছে।

সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৯৫৫ জনকে।

#

তাসমীন/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৬০৮

১০ মে থেকে দোকান-পাট ও শপিংমল খোলা রাখা যাবে

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

করোনা ভাইরাস জনিতরোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার সাধারণ ছুটি ১৬ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এসময় জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও সীমিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর বিবেচনায় রেখে সরকার সীমিত পরিসরে ও শর্তসাপেক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শর্তগুলো হলো- দোকান-পাট ও শপিংমলসমূহ সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে; পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কালে পারস্পরিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে; প্রতিটি শপিং মলে প্রবেশের ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ হ্যান্ড সেনিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘোষিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শপিং মলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

#

বকসী/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৬০৭

চলমান লক ডাউনের ব্যাপারে টেকনিক্যাল কমিটি সরকারকে পরামর্শ দেবে

-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, "দেশব্যাপি চলমান লক ডাউন খোলার ব্যাপারে ১৭ সদস্যের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত করোনা টেকনিক্যাল কমিটি সরকারকে পরামর্শ দেবে। একই সাথে ঈদে শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ রাখা হবে কিনা সে ব্যাপারেও কমিটি সরকারকে পরমার্শ দেবে। দেশের এই উচ্চ শ্রেণির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে সরকার।"

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে করোনা টেকনিক্যাল কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

কমিটির সদস্যরা দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি, চিকিৎসকদের পিপিই ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা, দেশের মা ও শিশুদের আলাদা চিকিৎসা সেবা রাখা, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মন্ত্রণালয় থেকে সমন্বয় বৃদ্ধি করাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন মন্ত্রী।

সভায় টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি নন-কোভিড রোগীদের যাতে ভোগান্তি না হয় সে ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। নন-কোভিড হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, টেস্টিং-এ বেশি সময় নষ্ট না করা, প্রথম টেস্টিং এ আক্রান্ত ব্যক্তির নেগেটিভ ফলাফল এলে তাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে সময় ক্ষেপণ হয় এবং বেড অকুপেশন থাকে বলেও টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৮ এপ্রিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন এবং এর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে সিনিয়র শিশু বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি ও

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরাকে সদস্য সচিব করে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়।

ব্রিফিংশেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত মিডিয়া কর্মীদের সুরক্ষার জন্য প্রতিজনকে একসেট করে পিপিই প্রদান করেন।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদসহ ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৬০৫

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জানাই মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব। মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মহামতি বুদ্ধ ছিলেন জীবের মঙ্গল কামনায় সত্যসন্ধ। পৃথিবীকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য তিনি নিরন্তর প্রয়াস চালান। বুদ্ধের চেতনায় ছিল দুঃখ জয়ের মাধ্যমে জীবের মুক্তি কামনা। 'চতুরার্য সত্য' তত্ত্বে তিনি জীবনে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ ভোগের কারণ এবং তা থেকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর মতে 'নির্বাণ' লাভের মাধ্যমে মানুষ জীবনের পরমার্থ অর্জন এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। এ জন্য তিনি অষ্টমার্গ তথা প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি চর্চার উপদেশ দেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে ওঠে পৃথিবীর সকল জীবের কল্যাণ ও সুখ কামনা করেন। 'সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু' পৃথিবীর সকল প্রাণি সুখী হোক, এ ছিল বুদ্ধের শ্বাশ্বত দর্শন।

মহামতি বুদ্ধ একটি সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় আজীবন সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে গেছেন। 'অহিংস পরম ধর্ম' বুদ্ধের এই অমিয় বাণী আজও সমাজে শান্তির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আজকের এই অশান্ত ও অসহিষ্ণু বিশ্বে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, ধর্ম-বর্ণ-জাতিতে হানাহানি রোধসহ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহামতি বুদ্ধের দর্শন ও জীবনাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার জনপদের সাথে বৌদ্ধ সভ্যতা ও কৃষ্টি গভীরভাবে মিশে আছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতি শালবন বিহার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল থেকে এ দেশের সকল ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে পালন করে আসছে। এটা আমাদের সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের চর্চা ও বুদ্ধের মহান আদর্শকে ধারণ করে বৌদ্ধ

সম্প্রদায় দেশের উন্নয়নে তাদের কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারীর ফলে এ বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদ্‌যাপিত হবে। আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকলকে নিজ নিজ ঘরে পরিবার পরিজনদের সাথে এ উৎসব উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

#

ইমরানুল/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬০৬

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

Òমহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বোধিজ্ঞান লাভের স্মৃতিবিজড়িত শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমি বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহামতি গৌতম বুদ্ধ আজীবন মানুষের কল্যাণে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন। শান্তি ও সম্প্রীতির মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মানবজগতকে আলোকিত করতে কাজ করে গেছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এদেশে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করে আসছেন। এই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সমুন্নত রাখতে বৌদ্ধ ধর্মের নেতাদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বর্তমানে বিশ্ব বিপর্যস্ত। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সবাইকে জনসমাগম এড়িয়ে এবারের বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, গৌতম বুদ্ধের আদর্শ ধারণ ও লালন করে সকলে বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয়
বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী
হোক।”

ইমরুল/নাইচ/রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্য বিবরণী নম্বর : ১৬০৪

হাওরের শতকরা ৯০ ভাগ ও সারাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ ধান কর্তন সম্পন্ন

–কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে)

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, হাওরের শতকরা ৯০ ভাগ ও সারাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ বোরো ধান কর্তন শেষ হয়েছে। হাওরের অবশিষ্ট ১০ ভাগ এ সপ্তাহের মধ্যে কর্তন সম্পন্ন হবে। হাওরভুক্ত এলাকাসমূহে অধিক জীবনকালসম্পন্ন ব্রি ধান ২৯ (জীবনকাল-১৬৫ দিন) ধানের আবাদ থাকায় কর্তনে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে হাওরসহ সারা দেশের বোরো ধান কর্তন অগ্রগতি এবং করোনা উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। আগামী জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের বোরো ধান শতভাগ কর্তন সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এ অনলাইন ব্রিফিংয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, হাওরভুক্ত সাত জেলা- (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এ বছর বোরো আবাদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৯৯ হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট কর্তন হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬৪ হেক্টর । হাওরাঞ্চলে মোট বোরো আবাদের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে, এর মধ্যে এ পর্যন্ত মোট কর্তনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৮১৩ হেক্টর, যা হাওরের জেলাসমুহের মোট আবাদের শতকরা ৬৫.৩৪ ভাগ। অন্যদিকে, সারা দেশে আবাদের পরিমাণ ৪৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৪৭ হেক্টর এর মধ্যে কর্তন হয়েছে ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬১১ হেক্টর যা মোট আবাদের শতকরা ২৫ ভাগ।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ধান কর্তনের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০০ জন কৃষি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। সফলভাবে নিরাপদে হাওর অঞ্চলের বোরা ধান দ্রুত কর্তনের জন্য উত্তরাঞ্চলসহ দেশের প্রায় ৪টি কৃষি অঞ্চল হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং

সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় প্রায় ৩৮ হাজার জন কৃষি শ্রমিককে হাওরে প্রেরণ করা হয়েছে।

ধান কাটার যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব এড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুয়ায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহে জরুরী সহায়তা বাবদ প্রথম পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ৮০৩ টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৪০০টি রিপার ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ৫১৯টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৫০৮টি রিপারসহ সর্বমোট ১৩২২ টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৯০৮ টি রিপার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসব কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে হাওর অঞ্চলে ৩৭০ টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৪৫৫টি রিপার ধান কাটায় ব্যবহার হচ্ছে।

শুধু সুষ্ঠুভাবে ধান কাটা নয়, কৃষকেরা যাতে ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষকের ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং করোনা সময়কালে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে আট লক্ষ মেট্রিক টন ধান, দেড় লক্ষ টন আতপ চাল, ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, এবং ৭৫ হাজার মেট্রিক টন গমসহ ২০ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষকের ধান বিক্রয়ে যাতে সুবিধা হয় এজন্য ইউনিয়নে পর্যায়ে ২২৩২ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী এসময় কৃষকদের বাঁচাতে শতকরা চার ভাগ সুদে শস্য ও ফসলখাতসহ কৃষিখাতে ১৯,৫০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, চলতি আউশ মৌসুমে আউশ আবাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা থেকে মোট উৎপাদন হবে ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল। ইতোমধ্যে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের (আউশ, পাট, তিল ও গ্রীষ্ম কালীন সবজী) জন্য তিন লক্ষ ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৩৪ জন কৃষকের মাঝে মাঝে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রণোদনা অর্থের সহায়তায় ৪১০.৮৬ মেট্রিক টন আউশ ধানের বীজ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফসলের জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও গ্রহণকরণ কার্যক্রমের আওতায় রাজস্ব অর্থায়নে ৭৫ কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান আছে বলেও তিনি জানান।

বর্তমানের কৃষি উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধির উদ্যোগের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ের প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত

যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মাঠ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং পারিবারিক সবজি বাগান নামে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

#

কামরুল/মামুন/মনোজিৎ/২০২০/১৫০০

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬০৩

ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):

করোনা ভাইরাসের মত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার।

৬৪ জেলার জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত খয়রাতি চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লক্ষ ২৪ হাজার ১৫ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লক্ষ ৫৩১ মেট্রিক টন। নগদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৬৬ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৪৫ কোটি ছয় লক্ষ ৫৩ হাজার ২৩৭ টাকা।

শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০ কোটি এক লক্ষ ২৮ হাজার ৬৮৩ টাকা।

#

সেলিম/মামুন/মনোজিৎ/২০২০/১৩১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী
নম্বর : ১৬০২

সারাদেশে গতকাল প্রায় দুই লাখ ক্রেতার কাছে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়

ঢাকা, ২২ বৈশাখ, (৫ মে) :

পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল ঢাকাসহ সারাদেশে এক লাখ ৯২ হাজার ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি)।

প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়র পর্যায়ে ৪৮০ টি ট্রাকসেল এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮ শত ২৭ দশমিক ২৫ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৫ শত ৬২ মেট্রিক টন চিনি, ৯৬ মেট্রিক টন মশুরডাল, ৫ শত ৬২ মেট্রিক টন ছোলা, ৩৩ দশমিক ৬ মেট্রিক টন খেজুর এবং ৩৩ দশমিক ৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত পহেলা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) উল্লিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, মশুরডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতিলিটার ৮০ টাকা, ছোলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, খেজুর প্রতি কেজি ১২০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় করছে।

#

বকসী/মামুন/মনোজিৎ/২০২০/১১৫০ ঘন্টা